ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৭৭

সোনামুড়া,১২ নভেম্বর,২০২৪

সমবায়মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মোহনভোগ ব্লকে পর্যালোচনা সভা

মোহনভোগ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পাঁচটি এডিসি ভিলেজে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয়ে আজ এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। মোহনভোগ ব্লক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীবাস ভৌমিক, বিএসি চেয়ারম্যান বাসিল্য কুমার নোয়াতিয়া এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভার শুরুতে ব্লকের বিডিও শ্রীকান্ত চক্রবর্তী সমগ্র ব্লক এলাকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে জনগণের সার্বিক সুবিধার্থে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলির বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনায় ব্লকের বিডিও জানান, মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩০৫ জন সুবিধাভোগীকে ২৭৬.৫ হেক্টর জায়গায় সহায়তা করা হয়েছে। কৃষি ও কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ব্লক এলাকার পাঁচটি এডিসি ভিলেজে ৮০৫ কেজি বীজ বন্টন করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১৪.৯৪ লক্ষ টাকা। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন প্রকল্পে ২২৫ কেজি ধানের বীজ বন্টন করা হবে। এতে হেক্টর প্রতি ৯,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। শীতকালীন সবজির ক্ষেত্রে বাঁধাকপি, ফুলকপি টমেটো, মরিচ ও মূলার বীজ কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক জানান, ব্লক এলাকায় ৩০টি প্রকল্পের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ২৪টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এমজিএন রেগায় ২০টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৬টির কাজ শেষ হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ব্লক এলাকায় ইতিমধ্যে ৬,৬৪১ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ২৪টি নতুন আইআরপি বসানোর কাজ চলছে। এদিনের সভায় সমবায়মন্ত্রী বলেন, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে জনজীবনে সুস্থিতি ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দপ্তরকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর ও বিদ্যুৎ দপ্তরের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে এই কৃষি প্রধান অঞ্চলে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, যে সমস্ত সেচ প্রকল্প বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলিকে যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যকরী অবস্থায় আনতে হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে ও প্রয়োজনীয় তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ের আধিকারিকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে দপ্তরের জেলা ও রাজ্যস্তরে সংযোগ স্থাপন করে জনগণের মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

*****